তথ্যচিত্রে বাংলাদেশ নারী পুলিশ

মার্চ ২০১৮

তথ্যচিত্রে বাংলাদেশ নারী পুলিশ

বর্তমান সরকার নারীকে অর্থনীতির মূলধারায় এনে তার ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন ও রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কর্মদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বিস্ময়কর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। বাংলাদেশের নারীরা তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে পরিবার, সমাজ ও দেশে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করে চলেছে। রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের গর্বিত অশীংদার এদেশের নারীরা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তার আলোকে বাংলাদেশ পুলিশে ১৪ জন নারী পুলিশ সদস্য সর্বপ্রথম নিয়োগ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় পুলিশে নারীর অংশগ্রহণ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে পুলিশে নারীর অংশগ্রহণের হার বেড়ে এখন ১১৭৬৭ জন হয়েছে যা মোট পুলিশ সদস্যের ৬.৬৬%। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী ক্ষমতায়নের এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাময় কর্মপরিকল্পনা, সহযোগিতা ও সমমর্মিতা আমাদের নতুন প্রজন্মকে চ্যালেঞ্জিং পেশায় কাজ করতে উৎসাহিত করছে। ফলে বাংলাদেশ পুলিশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কার্যকর ও সাহসী অংশগ্রহণ নারীর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সমাজের গতানুগতিক ধারণাকে অনেকাংশে বদলে দিয়েছে ।

বাংলাদেশের নারী পুলিশের সফল পদচারণা আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। জেলার পুলিশ সুপার, থানার ওসি ও সার্জেন্ট পদে সফলতার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ সকল ইউনিটে সফল ভাবে কাজ করছে নারী পুলিশ। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (FPU/UNPOL/UNJOB) এ পর্যন্ত ১১০৮ জন নারী পুলিশ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক অর্জন করেছে। উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার সমূহে অংশগ্রহণ করে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফলতার স্বাক্ষর রাখছে বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যরা।

জেলা/ইউনিট হতে জানুয়ারি/২০১৮ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী পুলিশ সদস্যের তথ্য বিবরণী

ক্র:নং	পদবী	মঞ্জুরিকৃত নারী পুলিশ সদস্য	সর্বমোট কর্মরত নারী পুলিশের তথ্য বিবরণী			
			ইউনিটে কর্মরত	বদলী জনিত	প্রশিক্ষাণরত	মোট কর্মরত
১.	অ্যাডিশনাল আইজিপি (গ্রেড-২)	০	০	০	০	০
২.	ডিআইজি (গ্রেড-৩)	০	২	০	০	২
৩.	অ্যাডিশনাল ডিআইজি (গ্রেড-৪)	০	৪	০	০	৪
৪.	পুলিশ সুপার (গ্রেড-৫)	২	৩৭	০	০	৩৭
৫.	অ্যাডিশনাল এসপি (গ্রেড-৬)	৩	৯৩	০	০	৯৩
৬.	সিনি: সহকারী পুলিশ সুপার (গ্রেড-৭)	৮	০	০	০	০
৭.	সহকারী পুলিশ সুপার (গ্রেড-৯)	২৪	১০৮	০	১৮	১২৬
৮.	ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) (গ্রেড-৯)	৪১	১০৭	৩	০	১১০
৯.	এসআই (নিরস্ত্র) (গ্রেড-১০)	৪২৩	৫৪২	৩৬	৬৮	৬৪৬
১০.	পুলিশ সার্জেন্ট (গ্রেড-১০)	০	২৩	০	৩২	৫৫
১১.	এএসআই (গ্রেড-১৪)	৫৩৬	৯২৭	১	০	৯২৮
১২.	নায়েক (গ্রেড-১৫)	২৫	২৮	০	০	২৮
১৩.	কনষ্টবল (গ্রেড-১৭)	১৭৯৭	৯৬৫৩	৮৫	০	৯৭৩৮
	সর্বমোট জনবল	২৮৫৯	১১৫২৪	১২৫	১১৮	১১৭৬৭

নোট: বর্তমানে মোট মঞ্জুরিকৃত পুলিশ সদস্যের সংখ্যা-**১,৯৮,৬৫৩** জন (সূত্রঃ সর্ব শেষ সংশোধণী- ০১ মার্চ ২০১৮, ওএন্ডএম শাখা)

নারী পুলিশের তুলনামূলক চিত্র

সন	নারী পুলিশের সংখ্যা	শতকারা হার %
বর্তমান সরকারের দায়িত্বগ্রহণের পর হতে (২০১৮/ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)	১১,৭৬৭ জন	৬.৬৬%
বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে (২০০৮/সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	২৫২০ জন	২.২১%

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডবিস্নউএন) ঃ

নারী পুলিশের সামর্থ্য ও দড়্গতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ড়্গেত্রে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন ও এড়্গেত্রে সহযোগিতার ড়্গেত্র প্রস্তুতের লড়্গ্যে ২০০৮ সালে পুলিশ রিফর্ম প্রোগামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল নারী পুলিশ এই নেটওয়ার্কের সদস্য। সংগঠনটির কার্যক্রম ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল বিপিডবিস্নউএন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

লড়্গ্য ঃ

পুলিশ নারীর সামর্থ্য ও দড়্গতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত লড়্গ্য বাস্তবায়নে সংশিস্নষ্ট ড়্গেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা।

নারী পুলিশের সফলতাসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যগণ পেশাদারী মনোভাব, মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং জাতিসংঘ শান্তিস্নরড়্গা মিশনে অনন্য উদাহরণ তৈরী করেছে।

- নারী পুলিশ কর্মকর্তারা জেলা পর্যায়ে পুলিশ সুপার ও থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দড়্গতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

- বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে কর্মরত নারী পুলিশ সদস্যরা নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জন-শৃংখলা রড়্গাসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমে দড়্গতা ও সাহসিকতার সাথে ২৪ ঘন্টাই অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে।

- সময়ের যৌক্তিক প্রয়োজনে ২০১১ সালে ২৫৮ জন নারী পুলিশ নিয়ে গঠিত হয়েছে নারী পুলিশ ব্যাটালিয়ন যারা বিমানবন্দরে টহল ডিউটি, চেকপোস্ট ও নিরাপত্তা ডিউটিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে ।

নারী পুলিশের সফলতাসমূহ ঃ

- গত ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পুলিশ উইকে প্যারেড কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ সুপার জনাব শামসুন্নাহার যা নারীর অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০৯ সাল হতে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী পুলিশের নেতৃত্বে ও সহযোগী এনজিওদের সমন্বয়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে নারী ও শিশু বান্ধব পরিবেশে সমন্বিত সেবা ও আইনী সহায়তা প্রাপ্তির এক নতুন দিগন্ত্ব।

- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি পুলিশ সুপার কার্যালয়ে উইমেন সাপোর্ট সেন্টার ও থানার সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার, শিশু হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী পুলিশ কর্তৃক সংবেদনশীলতার সাথে সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে ।

- বিপিডবিস্নউএন এর উদ্যোগে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং নারী পুলিশের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আর্থিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান।

- বিপিডবিস্নউএন কর্তৃক মাঠ পর্যয়ে কর্মরত নারী পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদানে এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি হেল্প লাইন নম্বর (+৮৮০০১৭৮৬০০০৩১৩) প্রবর্তন করা হয়েছে।

- নারী পুলিশের সাহসিকতাপূর্ণ ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর পুলিশ সপ্তাহে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক (পিপিএম) এ ভূষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ২০১৬ সাল হতে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন এ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে, যা সকল পর্যায়ের নারী পুলিশকে সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

- নারী পুলিশের কর্মপরিধির অগ্রযাত্রায় ২০১৬ সাল হতে যুক্ত হয়েছে নারী ট্রাফিক সার্জেন্ট । যারা অত্যন্ত সফলতার সাথে বিভিন্ন মহানগরীর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সু-ব্যবস্থাপনার ন্যায় শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

- থানায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে SOP ও জেন্ডার গাইডলাইন্স প্রস্তুত করাসহ এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উপর গুরম্নত্বারোপ করা হয়েছে।

- জাতীয় জরম্নরী সেবা ৯৯৯ প্রবর্তনের মাধ্যমে পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিস এর সমন্বয়ে জরম্নরী ভিত্তিতে জনগণকে সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরম্ন করা হয়েছে। উক্ত জরম্নরী কল সেন্টারে বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যরা আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে সেবা প্রদান করছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী পুলিশের সাফল্য ঃ

- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অবদান**

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০০০ সালে ইস্ট তিমুরে বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী কর্মকর্তা হিসেবে মিলি বিশ্বাস, পিপিএম (বর্তমানে ডিআইজি, লজিস্টিক্স পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা হিসাবে দায়িত্বরত) CIVPOL টিম এর নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও রখফার সুলতানা খানম (বর্তমানে এডিশনাল ডিআইজি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা) এর নেতৃত্বে । ২০১২ সাল হতে এই পর্যন্ত (২০১৮) কঙ্গোতে নিয়োজিত Female FPU সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ ছাড়া UN Secondary Job এ নারী পুলিশের সদস্যরা পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (FPU/UNPOL/UNJOB) এ পর্যন্ত ১১০৮ জন নারী পুলিশ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক অর্জন করেছে। বর্তমানে ৭৮ জন নারী পুলিশ সদস্য বিভিন্ন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত আছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্নকারী ও কর্মরত নারী পুলিশ

ক্রঃনং	মিশনের নাম	অংশগ্রহণকারী নারী পুলিশ সদস্য
১.	CIVPOL/UNPOL/UN job	৫৯ জন
২.	FPU	১০৪৯ জন
৩.	বর্তমানে মিশনে কর্মরত	৭৮ জন
সর্বমোট (আগস্ট/২০১৭ পর্যন্ত)		১১৮৬ জন

উচ্চতর শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ

উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার সমূহে অংশগ্রহণ করে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফলতার স্বাক্ষর রাখছে বাংলাদেশ নারী পুলিশ।

- বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক ২০১৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব উইমেন পুলিশ (আইএডবিস্নউপি) এর এফিলিয়েশন লাভ করে। প্রতি বছরই বাংলাদেশের নারী পুলিশের প্রতিনিধিগণ আইএডবিস্নউপির বার্ষিক কনফারেন্সে যোগদান করে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং ২০০৯ সাল হতে আইএডবিস্নউপির রিজিয়ন-২২ এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নেতৃত্ব প্রদানে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারী পুলিশ সদস্যদের আবসনের সু-ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন জেলায় পৃথক ব্যারাক ভবন নির্মাণ, পিটিসি রংপুরে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যরা দৃঢ় পদক্ষেপে, পেশাদারিত্বের সাথে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে।

পুলিশে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ ও কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে চলেছে। মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে নারী পুলিশ তার কর্মশক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে পুলিশের সামগ্রিক কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করছে।